দৈনিক বাংলা

১৫৩

তারিখ 20 NOV 1991
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ১

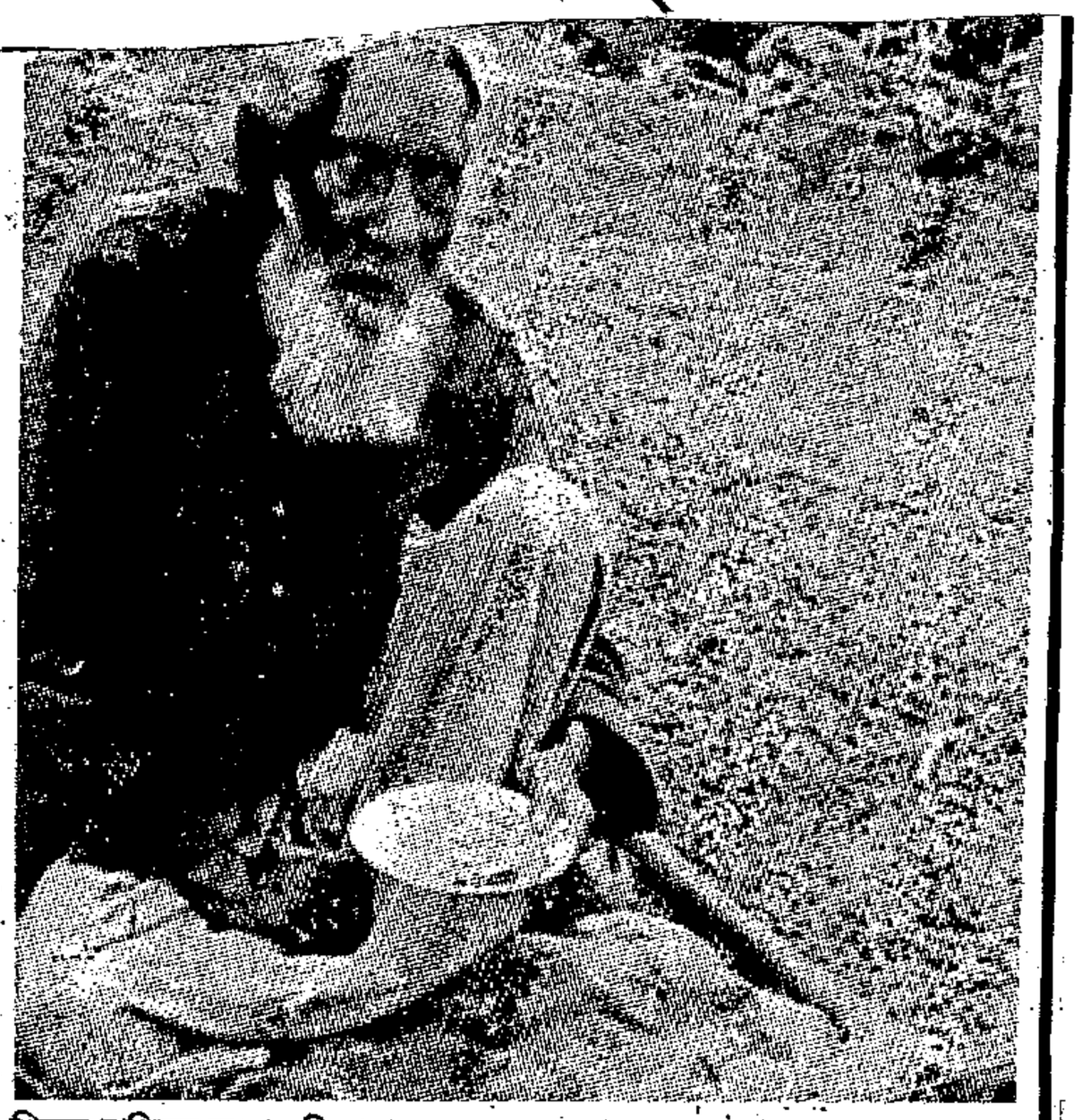

শিক্ষক হাফিজুর রহমান ভিক্ষা করছেন — দৈনিক বাংলা

ভিক্ষা করে দিন কাটে আদর্শ শিক্ষকের

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গাইবান্ধা ১৮ নবেম্বর।—শিক্ষকতাকে জীবনের আদর্শ হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন তিনি। তাঁর হাতে গড়া ছেলেমেয়ে আদর্শবান হবে, সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবে, বাপ-মার মুখ উজ্জ্বল করবে। আর এ নিয়ে তিনি গর্ব করবেন—এই ছিলো তাঁর স্বপ্ন। তিনি ছিলেন আদর্শ শিক্ষক।

দীর্ঘ শিক্ষকতা জীবনে তিনি তার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত হতে দেখেছেন। অনেক ছাত্র তাঁর আজ প্রতিষ্ঠিত। সমাজে প্রতিপত্তির সাথে নিজের অবস্থান গড়ে নিয়েছেন তাঁরা। কিন্তু শিক্ষক হাফিজুর রহমানের খোঁজ নিতে কেউ আর আসে না। হাফিজুর রহমান বয়সের ভারে আজ ন্যুজ। পেটের খোরাক জোগানোর কোন উপায় তাঁর নেই। তাই বাধ্য হয়ে ভিক্ষাবৃত্তির পথ আজ বেছে নিয়েছেন তিনি।

বামনডাঙ্গা রেল স্টেশনের পানির ট্যাংকের নিচে বসে তিনি ভিক্ষা করছেন। তাঁর সামনে পেতে রাখা একটি জীর্ণ কাপড়ে তাঁর জীবনের করুণ কাহিনী শুনে যাঁরা পাঁচ পয়সা-দশ পয়সা ছুড়ে দিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করার চেষ্টা করছেন—পরকালের সওয়াব হাসিলের চেষ্টা করছেন—তাঁরা জানেন না হাফিজুর রহমানের মনে কতো দুঃখ-বেদনা। একদিন যিনি তার ছাত্রকে উপদেশ দিতেন ভিক্ষাবৃত্তি অপরাধ। ভিক্ষা মানুষকে ছোট করে। আজ তাঁকেই সেই ছোট হওয়ার পথটি বেছে নিতে হয়েছে।

গাইবান্ধা সদর উপজেলার রসুলপুর গ্রামে এই হতভাগ্য শিক্ষক হাফিজুর রহমানের জন্ম, লেখাপড়া শেষে ১৯২৮ সালে তিনি শিক্ষকতার পেশা বেছে নেন। প্রধান শিক্ষক হিসাবে তিনি সুদীর্ঘ ৩৬ বছর ধরে দায়িত্ব পালন করেন রসুলপুর, শ্রীরামপুর ও রাধাকৃষ্ণপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে।

তাঁর এই চাকরী জীবনে তিনি শুধু আদর্শের কথা বলেছেন, ছাত্রদের মানুষ হতে উপদেশ দিয়েছেন। বড়ো হতে বলেছেন। অথচ ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস—জীবন যুদ্ধে তিনি আজ পরাজিত।

১৯৬৪ সালে দীর্ঘ ৩৬ বছরের শিক্ষকতার জীবন ছেড়ে অবসর গ্রহণ করেন। কিন্তু সে সময় প্রাথমিক শিক্ষকদের পেনসনের কোন ব্যবস্থা ছিল না। ফলে, চাকরি ছেড়ে এসে এক মহা সংকটে পড়েন। কিভাবে সংসার চলবে, বুঝতে পারেন না। শেষে নিজের সামান্য জমিকে অবলম্বন করে চাষাবাদ শুরু করেন বৃদ্ধ বয়সে।

কিন্তু তাঁর ভাগ্য ছিলো বিরূপ। ব্রহ্মপুত্রের পাড়ে তাঁর গ্রামটি একদনি ভাঙ্গনের সম্মুখীন হয়। তাঁর ভিটেমাটি, জমিজমা হারিয়ে যায় নদীর বুকে। হারিয়ে যায় তাঁর সব স্বপ্ন সাধ। সর্বস্বান্ত হন। ছেলেমেয়ে এবং স্ত্রীকে নিয়ে আশ্রয় নেন ব্রহ্মপুত্র বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধে। নানা জায়গায় চেষ্টা করেন কাজের জন্য। কিন্তু কোথাও কোন ধরনের কোন কাজ পান না। পান না কোন সাহায্য।

বাধ্য হয়ে ভিক্ষাবৃত্তির পথ বেছে নেন এককালের আদর্শবান শিক্ষক বৃদ্ধ হাফিজুর রহমান। যতোদিন চলতে পেরেছেন, ট্রেনে-বাসে শহরে-বন্দরে নিজের দুর্দশার কথা বর্ণনা করে সাহায্য চেয়েছেন। হাত পেতেছেন। কিন্তু এখন তিনি চলতে পারেন না। ছেলেমেয়ে কেউ তাঁর সাথে নেই। শুধু স্ত্রী রয়েছে পাশে। বামনডাঙ্গা রেল স্টেশনের পানির ট্যাংকের নিচে একটি খড়ের খুপরি তৈরী করে সেখানে তাঁরা দুজন এখন আশ্রয় নিয়ে আছেন। ছেলেরা আলাদা সংসার গড়েছে। মেয়েদের বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর কেউ আর খোঁজ নিতে আসে না। তাই প্রাক্তন শিক্ষক বৃদ্ধ হাফিজুর রহমান এখন বড় অসহায়।

তাঁর বাসগৃহের সামনে এক খন্ড কাপড় বিছিয়ে তিনি বসে থাকেন মানুষের কৃপার আশায়। পাঁচ পয়সা-দশ পয়সা করে সমস্ত দিনে যা জোটে তা দিয়ে তাদের জীবন চলে এখন।